জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২০

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানির প্রাধিকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২৫ শ্রাবণ ১৪২৭
০৯ আগস্ট ২০২০

বাণী

বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে এ উদ্যোগ ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। তারই প্রেক্ষিতে সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট হতে স্বল্পমূল্যে ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্রের অনুকূলে গ্রহণের উদ্যোগ নেন। এ সকল গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও উপজাত তেল আজ অবধি দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি যোগানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত হয়। সরকার দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে-এ প্রত্যাশা করছি।

জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস, তবে তা অফুরন্ত নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানির নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সংবেদনশ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

ড. ভৌমিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বঙ্গবন্ধু অন্তরীণ বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট নিজেশী কোম্পানি শেল ওয়েল এর ৫টি গ্যাসক্ষেত্র মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নাস্ত করেন। গ্যাসক্ষেত্রগুলো ৪ (চার) যুগেরও বেশী সময় ধরে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তার চেতনা অক্ষুণ্ণ রেখে সরকার এতিহাসিক এই দিনটিকে "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়নকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর নিকট হতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বিদ্যুতের সুলিভিত করে তার ওপরে নির্ভরতের উৎপাদন ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিল্প, কৃষি এবং পরিবেশন খাতে দ্রুত উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। জ্বালানি খাতকে সংহত করা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি, তরলিকৃত গ্যাস আমদানি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গতিশীল নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে তথা সারা পৃথিবীতে বিরাজমান করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে এ বছর স্বল্প পরিসরে এই দিনটি উদযাপন করা হয়েছে। 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০' উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতকে মিতব্যয়ী, সাশ্রয়ী এবং উদ্ভাবনী হবার জন্য ব্যাপক গণচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ এর সর্বাঙ্গক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

ড. ভৌমিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

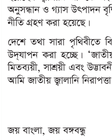

মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, এমপি
৪৭ নওগাঁ-২
সভাপতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, জাতীয় সংসদ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ব্রিটিশ তেল কোম্পানি "শেল অয়েল" এর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিজের নেতৃত্বে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে ক্রয় করেন। গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যবধি দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির জনকের এই দূরদর্শিতা আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে রয়েছে। জাতির জনকের অকালপ্রয়াত কন্যা গণতন্ত্রের স্থপতি দেশপ্রেমিক শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্বালানি খাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দিয়েছেন। আমি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অবাধহস্তাতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সূচনা করে বিশ্বকল্প আগাপি সাদাল করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ করে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরে দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে গ্যাস আবিষ্কার হওয়ায় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরে দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি, তরলিকৃত গ্যাস আমদানি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গতিশীল নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে তথা সারা পৃথিবীতে বিরাজমান করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে এ বছর স্বল্প পরিসরে এই দিনটি উদযাপন করা হয়েছে। 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০' উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতকে মিতব্যয়ী, সাশ্রয়ী এবং উদ্ভাবনী হবার জন্য ব্যাপক গণচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ এর সর্বাঙ্গক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, এমপি

জ্বালানি নিরাপত্তায় পেট্রোবাংলার ভূমিকা

এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ্
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

আমাদের জাতীয় জীবনে ২০২০ সাল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। এবছরই উদযাপিত হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী। এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে সুখী, সমৃদ্ধ, কল্যাণমুখী বাংলাদেশ বিনির্মাণে দিনদরাত সেবা রুপকল্প ২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়ন, ২০৫০ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং তাঁরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা প্রতুর্পাত্রিত। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এ যোগ্যতা অর্জনের ফলে প্রায়ত্ন বাঙালি জনগণের স্বপ্নপূরণে ইহরাহরাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদ্য দূরদর্শিতা এবং তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনা। স্বাধীনতার উষালগ্নে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যে বীজ বপন করেন, আজ তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে যাচ্ছে। সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল প্রোডিউসিং কোম্পানী লিমিটেড' এর নিকট থেকে লাভাজ ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে দেশের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। উল্লিখিত ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের Gas Initially in Place (GIIP) মজুদ ছিল ২০.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। কালক্রমে সে সময়ের সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুতের পরিমাণ ছিল ১৫.৪৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সমস্থিত গড় বিচ্ছয়মূল্য মোট প্রায় ৪৯.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪,২৪,০৬৫ কোটি টাকা। ৪৫ বছর পরে সরকারের পরব বর্তমানে এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৫৮২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ প্রায় ১,৫৯,৯৬০ কোটি টাকা (প্রায় ১৮.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তা অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। দেশের জ্বালানির উৎস হিসেবে এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। জাতির পিতার উন্নত জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১০ সাল হতে এ দিনটিকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে জনগচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

অর্থনীতির এবং আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানি। বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সুদৃঢ় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আহিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘের গৃহীত ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণের বাস্তবায়নের অভিযাত্রাকল্পে এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাকে এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন জ্বালানি নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনমানের মান উন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আকরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী সৃষ্টিকারী সাম্প্রতিক করোনাভাইরাসটির প্রাদুর্ভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের জনগণসহ ও জনজীবন নানা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি চাহিদাসহ অন্যান্য অনুসন্ধান, উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি ও কয়লার উৎপাদন একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অক্লিষ্ট অধ্যবসায় ও চরিষ্যং অর্থনৈতিকরণের ওপর বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক। গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন বিশেষায়িত কোম্পানিসমূহ নিরলসভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার উদ্যমশ্বাসে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন নিম্নরূপ:

সাইসমিক সার্ভে : স্থলভাগে নতুন গ্যাস মজুদ অনুসন্ধানে ভাঁরসহী সম্ভাব্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ এর মিরাজিল (৩ডি) ও ক্রিয়াজিল (৩ডি) সাইসমিক সার্ভের মাধ্যমে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ও প্রায়ত্ন হয়া সম্ভিক্ত করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০২০ সময়কালে সার্ভের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাপেক্স নতুন নতুন গ্যাস ক্ষর আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদের সাফল্যের প্রমাণ রেখেছে। এছাড়া, একই সময়ে আইওসিদের সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

অনুসন্ধান কূপ : নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে শেষে মোট ১৮টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। এর ফলে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২০০৯ সালের ২৩টি হতে বর্তমানে ২৭টিতে উন্নীত হয়েছে। জিমচিজ (৩ডি) সাইসমিক সার্ভের কার্যক্রমের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পুরাতন গ্যাসক্ষেত্রসমূহে সঞ্চিত বিস্তৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। নতুন গ্যাস মজুদ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে অন্যশের ৩৯টি (রাশেশো মাচিউরিয়ন সাংশেষ) অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা আছে।

উত্তোলন কূপ খনন ও সরবরাহ : ২০২০ সালের জানুয়ারি হতে জুন, ২০২০ সময়কালে উত্তোলন কূপ খনন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের দায়িত্বগ্রহণ প্রহণের পর হতে নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় উৎপাদিত গ্যাস ও আমদানিকৃত এলএনজির বর্তমান গ্যাস সরবরাহ বিতরণ কমপেশী ৩,৪৩০ মিলিয়ন ঘনফুট উন্নীত হয়েছে। পুরাতন বাস্তবকূপ (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, ঢাকা গ্যাসক্ষেত্রে (বাপেক্স) এবং ফেনী) বাস্তু ও ক্রয়ে দেশে গ্যাসক্ষেত্রের বিশায়কর বৃদ্ধি উৎপাদন,ক্রয় পাওয়ার কারণে জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত গড় সরবরাহ পরিমাণ ২,৩০৬ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধিপ্রাপ্তে। বর্তমানে ৮টি গ্যাসক্ষেত্রে, যথা - তিতাস, বাখরাবাদ, সিলেট, হবিগঞ্জ, কাঞ্চনপুর, সাঙ্গু, সিতাকুন্ড, রশিদপুর, ছাতক এবং কাজলীর মোবিলে প্রায় ৪০ লক্ষ ঘনফুটের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিকল্পিত সিদ্ধান্তসমূহ (যেমন : বেজা, ইপিজেড, বিসিক ইত্যাদি) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণে আগ্রিকার প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আয়েশে দেশের একমাত্র অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি বাপেক্স এর জাতিগী সম্ভবতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত কূপ খননের অফরাসম্পন্ন ৪টি ফিল্ড সম্ভাব্য করা হয়েছে এবং আরও ১টি ফিল্ড মেরামত করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বিস্ত্র গ্যাসক্ষেত্রে ১৯টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২টি কূপের ওয়ার্কওভারের পরিকল্পনা রয়েছে। গ্যাসের ঘাটতি লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ২০১৯ সালের প্রথম দিকে ফিনল্যান্ড ভিত্তিক Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমস্থানী এলএনজি আমদানির কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ এলএনজি মুক্ত হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে আমদানিকৃত এলএনজির হতে দৈনিক অফরাসী ৬০৩ মিলিয়ন ঘনফুট (সর্বোচ্চ) গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সারাদেশে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধিসহ সার্বিক গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সর্বসংবাদদাতা সুবিধার্থে সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ১ আগস্ট, ২০১৯ থেকে সার্বক্ষণিক গ্যাস পাচ্ছে।

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম : দেশের উন্নয়ন-পূর্ব অঞ্চলে প্রায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বাপেক্স ২০১৯ সালে অফরাসর মজেদ হতে ক্রাকশপগুলো প্রায়ত্ন করে কমপ্লেক্সটি প্রতিষ্ঠানকর ক্রয় পেট্রোম্র, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হচ্ছে। পেট্রোলিয়াম আহরণীর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক ৫টি গ্যাসক্ষেত্রে (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে গ্যাসক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাপেক্স ৩৮,৪৩,৬৩৬ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,৩৯,০৬৮ ব্যারেল এলজিএল উৎপাদিত হয়েছে। জুলাই ১৯.৫৭,১৪১ ব্যারেল কনডেনসেট ব্যারেলকম পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বিভিন্ন তেলজাতি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করা হয়েছে। অর্থনীতি কনডেনসেট এবং সমৃদ্ধ এলজিএল পেট্রোবাংলার ৫টি ফ্রাকশনেশন প্লান্টে উৎপাদন করা হচ্ছে। অর্থবছরে মোট ১৫,৭২,৭৭৮ ব্যারেল জিজেল, ১,৪৬,০৫৩ ব্যারেল কেরোসিন এবং ৫,১১৯ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য ব্যারেলের পেট্রোবাংলার কর্পোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। গ্যাস উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পেট্রোল দেশের চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং অবশিষ্ট চাহিদার বহুলাংশ পূরণ করছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের বিকল্পায়ী ইউনিট (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে গ্যাস কূপের কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রশিদপুরে এলজিএলের কর্তৃক দৈনিক ৪,০০০ ব্যারেল অফরাসম্পন্ন আরেকটি প্রকল্পকাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দেশের সমস্ত এলজিএল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

সঞ্চালন পাইপলাইন : ২০১৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১,৩৬৮.৯৫ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বাখরাবাদ-সিন্ধিরগঞ্জ, মনোহরদী-দুগ্দা, বিরিয়ানা-দুগ্দা, মনোহরদী-নরসিংদী, দুগ্দা-বগুড়া সেক্টর পূর্ব পাড়, হাজিপুরদল-বগুড়া, বগবাড়া-রাজশাহী, বগবাড়া-ঈশ্বরদী, ভোড়াগাড়া-দুগ্দা, আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ, চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ, আশোয়ারা-মৌলভীবাজার ইত্যাদি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের মধ্যে মোট গ্যাস সঞ্চালন অফরাস অফরাসম্পন্ন ৫টি প্রকল্প। বিদেশ হতে আমদানিকৃত ভি.গ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে মহেশখালি-আশুগঞ্জ, মহেশখালি-আশোয়ারা, মহেশখালি-আশুগঞ্জ-আশোয়ারা সঞ্চালন পাইপলাইন ও মহেশখালি জিরো পয়েন্ট-সিটিএনজি ফিলিং স্টেশনে পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এবং সময়োপযোগী এলিটিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমান সরকার সরকারি-বেসরকারি ১৮টি কোম্পানি এলপিজি আমদানি ও বাজারজাত করছে এবং বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ। জানুয়ারি ২০১৯ এ নিযুক্তিকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মে. টন। বর্তমানে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে মে. টনে উন্নীত হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসসমূহের পরপর সম্পদ বিশেষ করে মজুদ মজুরুত নয়। তাই জাতীয় স্বার্থে এ সীমিত সম্পদসমূহ যথাযথ ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশে বাস্তবায় নিশ্চিত করতে হবে। জনগণচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ লক্ষ্যে অঙ্গীন এ দিনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৭১ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং দীর্ঘ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের নেতৃত্বাধীন পেশি দিয়ে সরকার অর্জিতবাধ্য। এ অর্জনের বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ মানিকলা প্রাকৃতি সংরক্ষণ নজর করতে হবে। এ উপলক্ষে দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে ব্রিটিশ তেল কোম্পানী "শেল অয়েল"-এর নিকট হতে ৫টিতো, গাজীপুর, হবিগঞ্জ, রশিদপুর এবং কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নাস্ত করেন। এর মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় মিলেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিশীল নেতৃত্বে জনগণের মাথাপিন্ড আয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অগ্রগতির অনুসর হিসেবে জ্বালানি চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার অক্লান্ত পর